ভোরের কাগজ

৬০

তারিখ ... ... NOV. 16 1999
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৪ ......

বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজের ছাত্র শফিকুল হত্যার নেপথ্যে

বগুড়া প্রতিনিধি : কলেজ ছাত্র শফিকুল হত্যার মোটিভ পুলিশ এ পর্যন্ত উদঘাটন করতে না পারলেও নারীঘটিত কোনো ব্যাপারসহ চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করার জের হিসেবে তাকে হত্যা করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচেছ। শহরের ফুলবাড়ী মধ্যপাড়ার যে মেসে থেকে শফিকুল পড়াশোনা করতো, সেই মেসের মালিক আখতারা বানুকে (৪০) পুলিশ ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার করেছে।

সরকারি আযিযুল হক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র শফিকুলের লাশ গত ৯ নভেম্বর সকালে শহরের শিববড়ী এলাকার বগুড়া কটন মিলের পিছনে একটি জমিতে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় পাওয়া যায়।

পুলিশ বলেছে, শফিকুল হত্যার ব্যাপারে গ্রেপ্তারের আগে ও পরে মেস মালিক আখাতারা বানুকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সে মুখ খোলেনি। তবে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে, সে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও এ ব্যাপার অনেক কিছুই জানে। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, ৯ নভেম্বর সকালে শফিকুল হত্যার খবর প্রচার করে সে অনেক সন্দেহজনক কথাবার্তা বলেছে, 'আমার ছেলেরা এমন কাজ করলো কেনো, আমার স্বামী নেই, এখন আমি কি করবো? ' ইত্যাদি বলে সে বিলাপ করে বলে তারা জানায়। আখতারা বানুর ৩ মেয়েএবং ১১/১২ বছরের একটি মাত্র ছেলে। সব মেয়েরই সে বিয়ে দিয়েছে। জানা গেছে, হত্যাকারীরা বিধবা আখতারা বানুকে এই মর্মে হুমকি দিয়েছে যে, সে যদি সব ফাঁস করে দেয়, তাহলে তারা ঐ একমাত্র পুত্রকেও হত্যা করবে। আর সে কারণেই সে মুখ খুলছে না বলে জানা গেছে।

পুলিশ আরো জানিয়েছে, কতিপয় সন্ত্রাসী ঐ মেস থেকে প্রায়ই চাঁদা নিতো। শফিকুল এর প্রতিবাদ করায় ঐ সন্ত্রাসীরা তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এ ছাড়া ঐ মেসে দুই যুবতী প্রায়ই যাতায়াত করতো। এসব কারণে পুলিশ ধারণা করছে, চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করাসহ নারী ঘটিত কোন ব্যাপারে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। আখতারা চাঁদাবাজীর কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করলেও কারো পরিচয় জানায়নি। এছাড়া ঐ দুই যুবতীকে পুলিশ খুঁজছে।

শফিকুল ঐ মেস থেকে প্রাইভেট পড়ার এদ্দশ্যে ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় বের হওয়ার পর কোনো এক সময় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় বলে আখাতরা বানু পুলিশকে জানালেও এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, শফিকুল ঐদিন সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়তে যায়নি। কারণ তার প্রাইভেট পড়ার বই খাতা পরে মেসেই পাওয়া গেছে এবং ঐ দিন পড়ার কথা ছিল না বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক জানিয়েছেন। তাই দুর্বৃত্তরা তাকে মেস থেকেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শফিকুলের ম্যাচে মোট পাঁচজন ছাত্র থাকতো। অপর কক্ষে দুজন এবং শফিকুলের কক্ষে তিনজন থাকলেও অসুস্থতার কারণে কিছুদিন হলো বাড়িতে গেছে। শফিকুলের অপর রুমমেট এই হত্যাকাণ্ডের পর বাড়িতে গেছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে। তার অপর কক্ষের দুই ছাত্রকে পুলিশ ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে ঘটনার রাতে মেসের কাছে ১০/১২ জন যুবককে গভীর রাত পর্যন্ত একটি দোকানের সামনে জটলা করতে দেখা গেছে।

এ ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা গুনজার হোসেন জানান, সফিকুলকে কেন হত্যা করা হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত না হওয়া গেলেও হত্যাকারীরা দূরের কেউ নয় তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঐ মেসের ঠিকা ঝি শিউলি (২৮) ও আখতারা বানুর ছোট জামাতাকে থানায় আনা হয়েছে। আইও জানান, খুব শিগগিরই এই হত্যা রহস্য উন্মোচন হওয়াসহ হত্যাকারীরা গ্রেপ্তার হবে।

অপরদিকে, এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি করে সরকারি আযিযুল হক কলেজের ছাত্ররা শহরে বিক্ষোভ মিছিল, শহরের কেন্দ্রস্থল সাতমাথা অবরোধ ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।